

বায়তুল মাকদিসে নবীগণের পদচারণা

আয়েশা মুহাম্মদ আল-আহলাস, দানিয়া যাকী আর-আরাওয়া,
সারাহ আব্দুল ফাত্তাহ আল-ওয়াইসি

অনুবাদ ও সংকলন

মিফতাহুর রহমান



বায়তুল মাকদিস ফাউন্ডেশন
কুদস আমাদের অস্তিত্বের অংশ



শিউলিমালা প্রকাশন

আমাদের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বায়তুল মাকদিস কেবল একটি ভূখণ্ড কিংবা একটি সাধারণ মসজিদ নয়; বরং হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসুলের স্মৃতিধন্য, বরকতময় এক পবিত্র ভূমি। এটি সেই ভূমি, যেখানে হযরত আদম (আ.) পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন; যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কওমকে নিয়ে হিজরত করেছিলেন; ফেরাউনের জুলুম থেকে মুক্ত হয়ে হযরত মূসা (আ.) যে পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন; যেখানে হযরত মারইয়াম (আ.) বেড়ে উঠেছিলেন; হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছিল; এবং যেখান থেকে মিরাজের রাতে হযরত মুহাম্মদ (স.) উর্ধ্বগমন করেছিলেন। এটিই সেই ভূমি, যেখানে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সকল নবী-রাসুলের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেছিলেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ তিনটি মসজিদের একটি হলো মসজিদে আকসা। শুধু তাই নয়, এটি মুসলমানদের প্রথম কিবলা, যদিকে ফিরে মুসলমানরা প্রায় পনেরো বছর সালাত আদায় করেছিলেন। অথচ গত প্রায় আটাত্তর বছর ধরে এই পবিত্র ভূমি ইসরায়েলি দখলদারিত্ব, নিপীড়ন ও গণহত্যার নির্মম সাক্ষী হয়ে আছে।

এটি শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের মানুষের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় নয়; বরং বায়তুল মাকদিস মুসলমানদের ঈমান ও আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, “কালেমায়ে শাহাদাতের পর আমাদের সন্তানদের কুদসের শিক্ষা দিতে হবে।” কাজেই শিশুদের এই পবিত্র ভূমির সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে বায়তুল মাকদিসের প্রতি ভালোবাসা, ইতিহাসচেতনা এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্য নিয়ে বায়তুল মাকদিস ফাউন্ডেশন ও শিউলিমালা প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে ‘বায়তুল মাকদিসে নবীগণের পদচারণা’-শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষার্থী সংস্করণ।

আন্তর্জাতিক গবেষণার আলোকে প্রণীত এই গ্রন্থে বায়তুল মাকদিস-কেন্দ্রিক গল্প, ইতিহাস, শিখন-কার্যক্রম, অনুশীলনী এবং চিন্তাশীল উপস্থাপনার মাধ্যমে বায়তুল মাকদিসকে শিশুদের কাছে সহজ, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষক সংস্করণে রয়েছে পাঠদান-পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কৌশল এবং কার্যকর শিখন-নির্দেশিকা। অন্যদিকে শিক্ষার্থী সংস্করণে রয়েছে গল্প, চিত্র, শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও অনুশীলনীর সমন্বয়ে আনন্দময় শেখার এক অনন্য আয়োজন।

বাংলাদেশের শিশুদের মনস্তত্ত্ব, সামাজিক বাস্তবতা এবং এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে অনুবাদক মূল গ্রন্থের তুলনায় বাংলা সংস্করণের বিন্যাস ও উপস্থাপনায় কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজন করেছেন, যাতে বইটি আমাদের শিশু-কিশোরদের জন্য আরও সহজ, প্রাঞ্জল ও উপযোগী হয়ে ওঠে।

নবীগণের পদচারণায় ধন্য এই পবিত্র ভূমির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও তাৎপর্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করার এক আন্তরিক প্রয়াস ‘বায়তুল মাকদিসে নবীগণের পদচারণা’ সিরিজটি।

আমরা আশা করি, বই দুটি শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিশু-কিশোর-সবার জন্যই সমানভাবে উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অন্তরে বায়তুল মাকদিসের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করুন এবং আমাদের সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আমীন।



সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

হযরত আদম (আ.) ০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত ইবরাহীম (আ.) ১৬

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত মূসা (আ.) ২৭

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত ঈসা (আ.) ৩৪

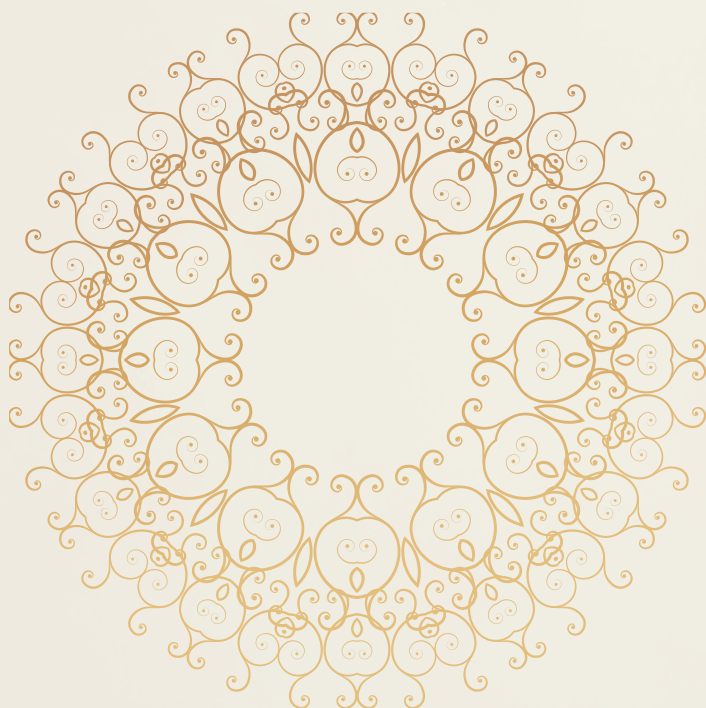
পঞ্চম অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (স.) ৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

মসজিদে আকসা ও বায়তুল মাকদিস ৫৪





প্রথম অধ্যায় হযরত আদম (আ.)



ছোট বন্ধুরা, উপরের ছবিটি কি চিনতে পারছেন?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এটা হচ্ছে কাবা। আরেক নাম হলো বাইতুল্লাহ। কাবা আমাদের কিবলা। অর্থাৎ, আমরা প্রতিদিন পাঁচবার এই দিকে ফিরেই নামাজ আদায় করি।

তোমরা কি জানো, এই ঘরটি পৃথিবীর ইতিহাসে তৈরি সর্বপ্রথম কোনো ঘর বা স্থাপনা?

কি অবাক হচ্ছেন? অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ এটি আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন। তিনি সূরা আল-ইমরানের ৯৬ নম্বর আয়াতে বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ يَنْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَيْنَكَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

অর্থ : “মক্কায় অবস্থিত কাবা হচ্ছে সেই ঘর, যে ঘরটিকে মানুষেরা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম তৈরি করেছিলো। আর এই ঘরটি হচ্ছে বরকতময় এবং বিশ্বজগতের জন্য হেদায়েতস্বরূপ।”

তবে, তোমরা আবার এটা মনে করো না যে, আজকে আমরা কাবার যে গিলাফ ও ডিজাইন দেখি, পৃথিবীর শুরুতেও এটি তেমনি ছিলো। না, তখন মোটেও এমন ছিলো না। কাবার গায়ে তো দীর্ঘ সময় কোনো গিলাফই ছিলো না। বাহির থেকে তখন কাবার দেয়ালের পাথরগুলো স্পষ্ট দেখা যেতো!

চলো, এবার তোমাদের আরেকটি ছবি দেখাই।



বলোতো! এটা কীসের ছবি?

হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মসজিদে আকসার একটি ছবি। আমরা একে বায়তুল মাকদিস বা বায়তুল মুকাদ্দাস নামেও জানি। কিন্তু, মসজিদে আকসা আর বায়তুল মাকদিস আলাদা। মসজিদে আকসা যেই স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানের নাম হচ্ছে বায়তুল মাকদিস।

তোমরা কি জানো, কাবা এবং মসজিদে আকসা-র মধ্যে একধরনের সম্পর্ক রয়েছে? কাবা ও মসজিদে আকসা-র মধ্যকার সেই সম্পর্কটা খুবই বিস্ময়কর।